সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৬তম বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ আশ্বিন-১৪২৯, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২ ❑ পৃষ্ঠা ৮

খুলনায় জিকেবিএসপি প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনে ২
স্থানীয়ভাবে চল্লিশ ভাগ ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণে ৩
গ্রীষ্মকালীন টমেটোর আবাদ বাড়িয়ে রপ্তানির দিকে যাওয়ার ৪
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৫

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২৫ ও ১৪২৬ প্রদান করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এমপি ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়নে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬ বিতরণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন (বুধবার, ১২ অক্টোবর ২০২২)।-পিআইডি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ১০টি ক্যাটাগরিতে ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিস্বরূপ এই পদক প্রদান করেন। ১২ অক্টোবর ২০২২ সকালে ওসামানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কৃষি মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি *এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩*

সরকারি শিল্প কারখানা যেন উৎপাদনশীলতার মডেল হয় : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, দেশের সরকারি কারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা খুব সীমিত। বেশ পুরনো। এসব কারখানা এমন হওয়া দরকার যেন সেগুলো নিজ নিজ খাতে *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

বৈশ্বিক খাদ্যঘাটতি পূরণে আমাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য দিয়ে সারা বিশ্বের পাশে দাঁড়াতে চাই: কৃষি সচিব

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২২ উদ্বোধন ও ২০২১ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম স্টল পরিদর্শন করছেন

সম্মানিত কৃষি সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেছেন, ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে। সামনে বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। *এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩*

কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে দ্রুত প্রযুক্তি বিস্তার

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা এর আয়োজনে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ (এনএটিপি-২) এর আওতায় সাপছড়ি ইউনিয়নের বোধিপুরে ২০২১-২২ অর্থবছরের মাঠপর্যায়ের কৃষকদের নিয়ে সিআইজি কংগ্রেস ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ তপন কুমার পাল।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কৃষিবিদ তপন কুমার পাল, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

প্রধান অতিথি বলেন, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন রয়েছে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষির সামগ্রিক গুরুত্ব বিবেচনায় কৃষকদের সংগঠিত করার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এনএটিপি প্রকল্পের আওতায় গঠিত কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে দ্রুত প্রযুক্তি বিস্তার সম্ভব হচ্ছে। তা ছাড়া কৃষির পাশাপাশি সংগঠনের সদস্যরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। তিনি সিআইজির মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে সমলয় চাষাবাদ এবং সমবায় কৃষিকে আরো সফলভাবে বাস্তবায়ন ও বেগবান করা যাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ আবু মোঃ মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি এবং রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মিঠু চন্দ্র পাল। অনুষ্ঠানে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ১০টি সিআইজির ১৫০ জন সদস্য কৃষক-কৃষাণি, এলাকার গণ্যমান্য বক্তি, জনপ্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙামাটি

পাবনা জেলা কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বর্তমান মাঠ ফসলসহ রবি মৌসুমের (খরিপ-২) ফসলের আগাম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর পাবনা জেলা কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা পাবনা প্রশিক্ষণ হলরুমে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ সাইফুল আলম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ সাইফুল ইসলাম সভার শুরুতে উপস্থিত সুধীজনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে জেলার কৃষি পরিসংখ্যানসহ বর্তমান মাঠ ফসলের অগ্রগতি ও আগাম রবি মৌসুমের বিভিন্ন চাষাবাদ ও উন্নত কলাকৌশল এবং উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের উপর পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলার কৃষি কার্যক্রম ও খরিপ-২ বাস্তবায়নে অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশমালা বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করেন সুজানগর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রাফিউল ইসলাম ও চাটমোহরের অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ কুন্তলা ঘোষ। সভায় অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ দপ্তরের বিভাগীয় কার্যক্রম ও অগ্রগতির বিষয়ে সভায় অবহিত করেন।

তুষার কুমার সাহা, কৃতসা, পাবনা

খুলনায় জিকেবিএসপি প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনে পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম সচিব

কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব শামীম আহম্মেদ, যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম সচিব) শামীম আহম্মেদ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ সকালে খুলনার রূপসা উপজেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন গ্রীষ্মকালীন টমেটো, একক ফলবাগান (ভারত সুন্দরী কুল), ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী ও চুইঝাল গ্রাম প্রত্যক্ষ করেন ও কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় ডিএই খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হাফিজুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ আলমগীর বিশ্বাস, রূপসা উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন বাদশা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব রুবাইয়া তাসনিম, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ ফরিদুজ্জামান ও এডিপিডি কৃষিবিদ মোঃ তৌহিদীন ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২৫ ও ১৪২৬

প্রথম পাতার পর

মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে শারমিন আক্তার বিজয়ীদের পক্ষে তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাফল্য ও এর কার্যক্রমের ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৃষিমন্ত্রী কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ, সমবায়, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বাণিজ্যিক চাষ, বনায়ন, গবাদি পশু পালন এবং মাছ চাষে অবদানের জন্য ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬ বিতরণ করেন। বাংলা ১৪২৫ সালের জন্য ১৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং বাংলা ১৪২৬ সালের জন্য ২১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার দেয়া হয়।

নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি স্বর্ণপদক, ষোলটি রৌপ্য পদক পঁচিশটি ব্রোঞ্জ পদক বিতরণ করা হয়।

স্বর্ণপদক বিজয়ীদের প্রত্যেকে ২৫ গ্রাম ওজনের ১৮-ক্যারেট স্বর্ণের পদক সহ এক লাখ টাকা এবং প্রতিটি রৌপ্য পদক বিজয়ী ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং ২৫ গ্রাম খাঁটি রৌপ্য পদক এবং ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী পদকসহ ২৫ হাজার টাকা পেয়েছেন।

১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এ পুরস্কার প্রবর্তন করেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর পরবর্তী সরকারগুলো এ পুরস্কার বাতিল করে। কিন্তু ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রবর্তিত পুরস্কারটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তাহবিল আইন-২০০৯' গঠন করে। এই সেক্টরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে।

তথ্য সূত্র: বাসস

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা এখন জনমুনাফায় পরিণত হয়েছে : মহাপরিচালক, নাটা

নাটার সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মাহমুদুল হাসান বলেন বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা এখন জনমুনাফায় পরিণত হয়েছে। কর্মক্ষম জনসংখ্যা এখন কর্মহীন জনসংখ্যার চেয়ে বেশি যা দেশের সামাগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে । আগামী ২০-৩৫ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৫-৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনসংখ্যা বেশি থাকবে যা বাংলাদেশের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করবে। কৃষি ক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে এই বিশাল কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ কৃষি ক্ষেত্রে অনেক দুর এগিয়ে যাবে। ০৩ অক্টোবর ২০২২ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুরে 'Agricultural Mechanization in Bangladesh: Status, Challenges and Opportunities' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নাটার পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ মাঈন উদ্দীনের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ড. মোঃ অহিদুজ্জামান, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনার উপর আলোচনা করেন জনাব বাদল চন্দ্র সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; ঢাকা, ড. মোঃ আইয়ুব হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর; ড. মোঃ দুররুল হুদা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর। এছাড়াও সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৭টি দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাসহ নাটার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জনাব মাহমুদুল হাসান, মহাপরিচালক, নাটা

কৃষিবিদ মো. শাহীনুল ইসলাম, সি. সহ. পরিচালক, নাটা

রাজশাহীর পবায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আলোক ফাঁদের ব্যবহার

পবা উপজেলার নওহাটার পৌরসভা ব্লকে আলোক ফাঁদ স্থাপন করা হয় ০৩ অক্টোবর ২০২২ সন্ধ্যায় । ধান পাকার আগ পর্যন্ত এই আলোক ফাঁদ কার্যক্রম চলবে। তার আগে রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মোজদার হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষক সমাবেশ ও তাদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন। পৌরসভা ব্লকের একটি আমন ধানের জমির পাশে খুঁটি দিয়ে একটি বৈদ্যুতিক বাতি ঝোলানো হয়েছে। বাতির নিচে একটি পানির পাত্র রাখা হয়েছে। পাত্রে ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি। বাতি জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে ফসলের জমির বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকা এসে নিচে রাখা পানিতে পড়ে মারা যাচ্ছে। এভাবেই আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে ফসলের জমিতে ক্ষতিকর পোকার উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। বৈদ্যুতিক বাতি, চার্জার ও সৌরবাতি দিয়ে এই পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।

উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মোজদার হোসেন বলেন, সাধারণত ধানে কাইচ থোড় আসার আগে এসব পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয়। ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে সমন্বিত বালাই

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

স্থানীয়ভাবে চল্লিশ ভাগ ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণে সরিষার আবাদ বৃদ্ধি করার আহ্বান : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

টাউন হলের অ্যাডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

স্থানীয়ভাবে চল্লিশ ভাগ ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণে সরিষাসহ তেল জাত ফসলের আবাদ বৃদ্ধি করার জন্য কৃষি বিভাগ ও কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ স্থানীয় টাউন হলের অ্যাডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে বিদ্যমান শস্যবিন্যাসে তেল ফসলের অন্তর্ভুক্তি এবং ধান ফসলের অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভুতপূর্ব সাফল্যের কথা উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে বিদেশেও তিনি অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছেন। পেয়েছেন অনেক আন্তর্জাতিক পদক।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, আনোয়ারুল আবেদীন তুহিন এমপি, জনাব কাজিমউদ্দিন আহমেদ এমপি, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আকরামুল হক টিটু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবির। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত উক্ত কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ, কৃষক-কৃষাণি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মো. জাহাঙ্গীর আলী খান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কৃষি উদ্যোক্তা আবুল বাসার মেম্বার মাল্টা বাগানে পেঁপে চাষ করে সফল

লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, উপজেলা কৃষি অফিস, বরুড়া, কুমিল্লা এর উদ্যোগে বভানীপুর ইউনিয়নের নরিন্দ গ্রামের

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে রংপুর কেআইবির উদ্যোগে বৃক্ষের চারা বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি), রংপুর জেলা শাখা ও বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ, রংপুর জেলা শাখা যৌথ উদ্যোগে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিকেলে রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা টিপু মুন্‌শি অডিটোরিয়াম হতে পাঁচ হাজার বনজ, ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়। চারা বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ রংপুর জেলা শাখার সভাপতি কৃষিবিদ আলী আজম। চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে আরও উপস্থিত ছিলেন কেআইবি সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আবু সায়েম, রংপুর বিভাগ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ আবু ফাত্তাহ মো. রওশন কবীর, কৃষি শিক্ষক কৃষিবিদ আহসান হাবিব লিবার্টি, অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ মাহবুবুর রহমান ও কৃষিবিদ শামীমুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শাহনাজ পারভিন প্রমুখ। এ সময় ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিনিধি, কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম ও মন্দিরের পুরোহিতদের মাঝে চারা বিতরণ করা হয়।

কৃষিবিদ আবু সায়েম, সাধারণ সম্পাদক কেআইবি, রংপুর

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩০ আগস্ট ২০২০ আনুষ্ঠানিকভাবে ৭ অক্টোবরকে বিশ্ব তুলা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্বজুড়ে তুলার বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘ বিশ্ব তুলা দিবস ঘোষণা করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৭ই অক্টোবর বিশ্ব তুলা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য Weaving a better future for Cotton.

কৃষিবিদ ড. মো. গাজী গোলাম মর্তুজা প্রকল্প পরিচালক, সিডিবি

জামানত ছাড়াই কৃষককে ঋণ দেয়া যায়

শেষের পাতার পর

অধ্যাপক হাসিনা শেখ, ব্যাংক এশিয়ার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরফান আলী, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কায়সার হামিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনিডোর ন্যাশনাল প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক আইনুল হক। আদর্শ প্রাণিসেবা লিমিটেড এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

গ্রীষ্মকালীন টমেটোর আবাদ বাড়িয়ে রপ্তানির দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা

সাতকানিয়ার গ্রীষ্মকালীন টমেটো ক্ষেত প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেছেন, দেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর আবাদ বাড়ানো গেলে, আমদানি নির্ভরতা কমে কৃষকরা লাভবান হবেন। গ্রীষ্মকালীন টমেটোর আবাদ বাড়াতে আমরা কাজ করছি। আশা করছি সবার সহযোগিতায় গ্রীষ্মকালীন টমেটোর আবাদ বাড়িয়ে রপ্তানির দিকে যেতে পারব। ০৭ অক্টোবর ২০২২ শুক্রবার উপজেলার ছদাহা ইউনিয়নে উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় কৃষক আবুল হোসেনের করা গ্রীষ্মকালীন রাজা জাতের টমেটোর প্রদর্শনী ক্ষেত পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: বেনজীর আলম, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো: মোফাজ্জল করিম, উপপরিচালক মো: আক্তারুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক মো: লুৎফর রহমান, মনিটরিং অফিসার মো. জুলফিকার রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা-তুজ-জোহরা, উপজেলা কৃষি অফিসার প্রতাপ চন্দ্র রায়, সাতকানিয়া প্রেসক্লব সভাপতি সৈয়দ মাহফুজ উননবী খোকন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সাতকানিয়া উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ও কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রামের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। *সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম*

রাজশাহীর পবায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আলোক

তৃতীয় পাতার পর

ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম একটি আধুনিক প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে কীটনাশক ছাড়া ক্ষতিকর পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ফসলের উৎপাদন খরচ কমে যাবে ও ফসল হবে নিরাপদ।

উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো: শফিকুল ইসলাম বলেন, এসময়ে ধানে বাদামি ঘাসফড়িং (কারেন্ট পোকা), সবুজ ঘাসফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকা, গান্ধী পোকা, মাজরা পোকাসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকা আক্রমণ করে। পোকার উপস্থিতি নির্ণয় ও কৃষকের অতিরিক্ত খরচ কমাতে আমন ক্ষেতে এই আলোক ফাঁদ পদ্ধতির ব্যবহার করা হচ্ছে।

মোঃ আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) গবেষণা কার্যক্রম শীর্ষক মতবিনিময় সভা

বক্তব্য দিচ্ছেন প্রধান অতিথি জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া অডিটোরিয়ামে, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা বিনার গবেষণা কার্যক্রম শীর্ষক মতবিনিময় সভা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাতগুলো কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌছাতে হবে। বিশেষ করে ডিএই, বিএডিসি এর সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন গবেষণা আরও বাড়াতে হবে। গবেষণার জন্য যা কিছু প্রয়োজন বর্তমান সরকার তার সবকিছু ব্যবস্থা করে দিচ্ছে এবং দেবে কিন্তু দেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

উক্ত মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। এ ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মো: খোরশেদ আলম, কৃতসা, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশ ও মিসরের মধ্যে তুলা উৎপাদন ও মান উন্নয়নে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

মিসরের তুলা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে বাংলাদেশের তুলা উন্নয়ন বোর্ডের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠানে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক মো: আখতারুজ্জামান

আন্তর্জাতিক তুলা গবেষক এসোসিয়েশন (International Cotton Researchers Association-ICRA) এর আয়োজনে বিশ্ব তুলা গবেষণা কনফারেন্স-৭ (WCRC-7) এ বাংলাদেশের তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক মো: আখতারুজ্জামান এর নেতৃত্বে তিনজন গবেষক মিসরের কায়রোতে ৩-৭ অক্টোবর ২০২২ উপস্থিত থেকে বিশ্বের ৪০টি দেশের গবেষকবৃন্দের সাথে বিশ্ব তুলা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন করেন এবং বাংলাদেশের তুলা গবেষণা সম্পর্কিত তিনটি পেপার ও পোস্টার উপস্থাপন করেন। ৫ অক্টোবর ২০২২ বাংলাদেশের তুলা গবেষণাকে এগিয়ে নিতে মিসরের তুলা গবেষণা ইনস্টিটিউট (CRI) এর সাথে বাংলাদেশের তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। মিসর বিশ্বের উৎকৃষ্ট মানের তুলা উৎপাদন করে থাকে বিধায় দেশের তুলা উৎপাদন ও মান উন্নয়নে সমঝোতা স্মারক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে। এ ছাড়া, উক্ত কনফারেন্সে তুলা উৎপাদনকারী ৪০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক মো: আখতারুজ্জামান আন্তর্জাতিক তুলা গবেষক অ্যাসোসিয়েশন (ICRA) এর নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

কৃষিবিদ ড. মোঃ কামরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক, সিডিবি

পটুয়াখালী শহরের শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে কৃষিসমৃদ্ধ সমাবেশ ২ অক্টোবর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার মো. আমিন উল আহসান।

সমাবেশে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ফজলুল হক, পুলিশ সুপার মো. সাইদুল ইসলাম বিপিএম, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আলমগীর এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মান্নান। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং কৃষকসহ ৫ শতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

তিন বছরেই ধানের উৎপাদন ৩২ লাখ টন

শেষের পাতার পর

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব তথ্য জানান হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কৃষি উৎপাদনে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে উল্লেক করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি, তেল, ডালসহ অন্যান্য ফসলেও আমদানি নির্ভরতা কমাতে চাই। আমরা দেশেই ৪০ থেকে ৫০ ভাগ ভোজ্যতেল উৎপাদন করতে চাই। আমাদের বিজ্ঞানীরা যে নতুন প্রযুক্তি এনেছেন, এসব ব্যবহার করতে পারলে আমরা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকে আমরা ভাল অবস্থায় আছি। কিন্তু নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ভবিষ্যতে এই খাদ্য নিরাপত্তা ধরে রাখতে হবে। সেজন্য ফসলের উৎপাদন বাড়াতে আমরা কাজ করছি। শুধু ধান নয় অন্যান্য ফসলের আবাদ বাড়াতে হবে। আমরা দানাজাতীয় শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এখন আমাদের লক্ষ্য নিরাপদ পুষ্টিকর খাবার দেওয়া। খাদ্য নিরাপত্তা দেওয়া মানে শুধু পেট ভরানো নয় বরং পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করা। সেলক্ষ্যেই আমরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

কর্মশালায় কৃষিসচিব মোঃ সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্রির মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও রাইস ফার্মিং সিস্টেমস্ ডিভিশনের প্রধান মো. ইব্রাহিম এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক হাবিবুর রহমান চৌধুরী। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

ঢাকা সাভার উপজেলায় দুই দিনের কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুরজিত সাহা রায়, উপপরিচালক, ডিএই, ঢাকা

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে দুই দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলার সম্মানিত উপপরিচালক জনাব সুরজিত সাহা রায়।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন প্রধানমন্ত্রীর এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না থাকার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাজ করে চলেছে। অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনের মাধ্যমে পরিবারের সকলের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থিক স্বচ্ছলতাও বাড়বে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ আফিয়া আক্তার, প্রকল্পের আঞ্চলিক সমন্বয়ক জনাব দিলরুবা ইয়াসমিন, উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব নাজিয়াত আহমেদ, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার জনাব সাবরিনা আফরোজ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে উক্ত উপজেলায় ২৮৫টি প্রদর্শনী দেয়া হয়েছে। প্রদর্শনীতে কৃষকদের ১১ রকমের সবজির বীজ, ফলের চারা, সার, কীটনাশক, হলুদ ফাঁদ, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, নেট, ঝাঝরিসহ অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

৬ অক্টোবর ২০২২ বরিশাল উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে বানারীপাড়ায় কৃষকের মাঝে এলএলপি সেচযন্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য মো. শাহে আলম। উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাবেক উপপরিচালক ডক্টর খোরশেদ আলম সেলিম এবং উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল হুদা তালুকদার। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে ২০ টি সেচযন্ত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বৈশ্বিক খাদ্যঘাটতি পূরণে আমাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য

প্রথম পাতার পর

আমাদের খাদ্য উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে যাতে আমরা আমাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য দিয়ে সারা বিশ্বের পাশে দাড়াতে পারি। ১১ অক্টোবর ২০২২ মঙ্গলবার রাজধানীর আ,কা,মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়ামে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২২ উদ্বোধন ও ২০২১ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব এ কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২২ এর প্রতিপাদ্য 'বছরে ইঁদুর খাচ্ছে শস্য লক্ষ লক্ষ খাদ্য ঘাটতি রাখতে দরকার ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ'।

সচিব বলেন, "কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। ধানের উৎপাদন না কমিয়ে অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। সুপার ভ্যারাইটি যা ৮ টন বা তার বেশি ফলন ক্ষমতাশীল সেগুলো চাষ করতে হবে। বোরোর প্রতি অতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে আউশের উৎপাদন বাড়াতে হবে। তেলজাতীয়, ডালজাতীয়, মসলজাতীয় ফসল, সবজি, ফল এগুলো পরিকল্পিত উপায়ে উৎপাদন করতে হবে।

ইঁদুর ফসল উৎপাদন বাধাগ্রস্ত করে উল্লেখ করে সচিব বলেন, 'খাদ্য উৎপাদনে বড় হুমকী ইঁদুর। ইঁদুর ৫-১২% পর্যন্ত ফসলের ক্ষতি করে। বছরে গড়ে ৭ লক্ষ মেট্রিক টন ফসলের ক্ষতি করে। একজোড়া ইঁদুর থেকে বছরে প্রায় ৩ হাজার ইঁদুরের জন্ম হতে পারে। প্রায় ৬০ ধরনের রোগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রোগের কারণ হলো ইঁদুর। ইঁদুর দমনে জনসম্পৃক্ততা ও জনসচেতনতা অনেকগুণ বৃদ্ধি করতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ বেনজীর আলমের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. দেবাশীষ সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট; মাহমুদুল হাসান, মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা); মো: শহিদুল ইসলাম খান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ উইং); ড. মুহাম্মদ এমদাদুল হক, পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং; মো: তাওফিকুল ই আলম, পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং; মো: হাবিবুর রহমান চৌধুরী, পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে প্রদান করেন মো: এমদাদ হোসেন শেখ, পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং।

> ইঁদুর দমনে জনসম্পৃক্ততা ও জনসচেতনতা অনেকগুণ বৃদ্ধি করতে হবে।

উল্লেখ্য, ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২১ এর জাতীয় পুরস্কার হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে ১৫ জন, আঞ্চলিক পর্যায়ে ১২৪ জনসহ সর্বমোট ১৩৯ জন এ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন। পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সনদপত্র ও প্রাইজবন্ড প্রদান করা হয়।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি উদ্যোক্তা আবুল বাসার মেম্বার

তৃতীয় পাতার পর

মোঃ আবুল বাসার মেম্বারের ৩০ শতক জমিতে, উপসহকারী কৃষি অফিসার মোঃ গোলাম সারওয়ার ভূঁইয়ার পরামর্শে বারি মাল্টা-১ এর চাষ বাস্তবায়ন করা হয়। মাল্টা বাগানে আন্তঃফসল হিসেবে গ্রীনলেডী পেঁপের চাষ করা করা হয়। আবুল বাসারের সাথে কথা বলে জানা যায় এ পর্যন্ত কয়েকটি গাছ থেকে পেঁপে সংগ্রহ করেছেন। প্রতি গাছেই প্রায় ৬০ কেজি করে পেঁপে পাওয়া যায়। বাগান থেকেই আমার পেঁপে বিক্রি হয়ে যায়। পেঁপে পাকার কারণে প্রতি কেজি ৬০-৮০ টাকা দরে বিক্রি করেন। এর আগে মাল্টা বাগানে লালশাক, ধনে পাতা, ডাটা চাষ করেও পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করেছেন। এ ছাড়া ধান ও লতিরাজ কচু চাষ করে তিনি আর্থিকভাবে অনেক ভাল আছেন। কৃষি বিভাগের পরামর্শে মাল্টা বাগানে আন্তঃফসলের চাষ করে তিনি অনেক সফলতা পেয়েছেন। আসুন আমাদের দেশের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আবুল বাসারের মতো আমরাও কৃষি কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করি। দেশ এগিয়ে গেলে আমরা সকলে ভাল থাকব।

মো: মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মশালা

• কক্সবাজারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ইউনিসেফ পার্টনারশিপ অন নিউট্রিশন প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে উপকারভোগী নির্বাচন এবং মনিটরিং টুল ভ্যালিডেশন বিষয়ক কর্মশালা ০৬ অক্টোবর ২০২২ বৃহস্পতিবার স্থানীয় একটি হোটেলের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (হর্টিকালচার উইং) মো: সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ বেনজীর আলম, পরিচালক মুহাম্মদ এমদাদুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক) আহসানুল হক চৌধুরী, ইউনিসেফ প্রতিনিধি করনবীর সিং বক্তব্য রাখেন। দিনব্যাপী কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্মকর্তাবৃন্দসহ জেলা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাগণ অংশ নেয়। কর্মশালায় খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির উপায়, জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়।

মো: লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

সরকারি শিল্প কারখানা যেন উৎপাদনশীলতার

প্রথম পাতার পর

উৎপাদনশীলতার মডেল হয়ে ওঠে। ২ অক্টোবর ২০২২ রবিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে না পারলে শিল্পকারখানা অলাভজনক হবে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকারি শিল্পকারখানাসমূহের উৎপাদনশীলতা যাচাই ও সুশাসনের জন্য জরিপ করা প্রয়োজন। একই সাথে, বেসরকারি শিল্পকারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতেও জোর দিতে হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিতে আগে উৎপাদনশীলতা অনেক কম ছিল। উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা এখন অনেক বেড়েছে। তবে উৎপাদনশীলতা আরও বাড়ান সম্ভব। আমাদের বিজ্ঞানীরা ব্রি ধান৮৯, ব্রি ধান৯২ উদ্ভাবন করেছে যার ফলন বিঘাতে ৩০ মণের বেশি। এগুলো সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে। অনুরূপভাবে গাভীগুলো আগে ৫ লিটার দুধ দিত। এখন উন্নত জাতের কারণে ২৮-৩০ লিটারও দুধ দিচ্ছে। কিন্তু ইউরোপে আরও ভালো জাতও লালনপালনের প্রযুক্তি রয়েছে। সেখানে ৬০ লিটারও দুধ দেয়। সেগুলো আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি এসেছে। এসডিজিতে আমাদের উৎপাদনশীলতার টার্গেট দ্বিগুণ করার কথা। সেটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ। ২০৩০ সালের মধ্যে সেটা অর্জন করতে হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি সুবিধাগুলো কাজে লাগাতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সেরা অবস্থানে রয়েছে। সামগ্রিক অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান এখন ৩৭ শতাংশ। যা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্ভব হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা ও এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি জসিম উদ্দিন বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন এনপিওর মহাপরিচালক মো. মেসবাহুল আলম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এটুআইর হেড অব টেকনোলজি ফারুক আহমেদ জুয়েল।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

পুষ্টি কর্নার : পেয়ারা

প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ পেয়ারাকে বহুবিধ গুণের কারণে মিসরীয় অঞ্চলের আপেল বলা হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারাতে জলীয় অংশ ৮১.৭ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৭ গ্রাম, আঁশ ৫.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৫১ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৯ গ্রাম, চর্বি ০.৩ গ্রাম, শর্করা ১১.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.৪ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-১ ০.২১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২ ০.০৯ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ২১০ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। পেয়ারার শিকড়, গাছের বাকল, পাতা এবং অপরিপক্ক ফল কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য পেটের পীড়া নিরাময়ে ভালো কাজ করে। ক্ষতস্থানে থেঁতলানো পাতার প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়, কচিপাতা চিবালে দাঁতব্যাথার উপশম হয়। বাংলাদেশের সবখানেই কমবেশি পেয়ারার চাষ হয়। তবে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, গাজীপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি জেলা উল্লেখযোগ্য। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পেয়ারা থেকে জ্যাম, জেলি ও জুস তৈরি করা হয়।

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলই হতে পারে

শেষের পাতার পর

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ বেনজীর আলম। প্রতিকূল অবস্থায়ও যে সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্তমান বাংলাদেশ উল্লেখ করে সম্মানিত সচিব বলেন। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষিতে বিগত কয়েক বছরে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন উদ্যানতাত্তিক ফল ফসল উৎপাদনে এ এলাকা এখন সারা দেশে আলাদা স্থান করে নিয়েছে। কৃষির অপার সম্ভাবনাময় এ এলাকার সার্বিক কৃষির উন্নয়নে বর্তমান সরকার দূর্গম এলাকায় সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের পরিবহন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বান্দরবান জেলার উপপরিচালক মো: রফিকুল ইসলাম। এছাড়া আরো মতামত ব্যক্ত করেন বান্দরবান সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ কে এম জাহাঙ্গীর, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মো: লুৎফর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলার উপপরিচালক মো: আক্তারুজ্জামান এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক মো: নাসিম হায়দার।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙামাটি

জামানত ছাড়াই কৃষককে ঋণ দেয়া যায় : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, প্রকৃত কৃষককে আরও সহজ শর্তে জামানত ছাড়াই ঋণ দেয়া যায়। সরকার কৃষি খাতে ৪% স্বল্প সুদে কৃষকদেরকে ঋণ দিচ্ছে। কিন্তু এ ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কঠিন শর্ত অনেক সময়ই কৃষক পূরণ করতে পারে না। সেজন্য ঋণ দেয়ার পদ্ধতি আরও সহজ করতে হবে। প্রকৃত কৃষককে জামানত ছাড়াই ঋণ দেয়া যায়। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ রবিবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে প্রাণিসম্পদ খাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে আমাদের অবস্থান ও করণীয় শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রাণিসম্পদে অবশ্যই বীমা প্রয়োজন উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন বর্তমানে একটি গাভীর দাম ৫-১০ লাখ টাকা। সেজন্য প্রাণিসম্পদে অবশ্যই গ্রাহকবান্ধব বীমা হওয়া উচিত। সেমিনারে কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইসমাইল হোসেন, কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা, কৃষিবিদ আওলাদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং ও বীমা বিভাগের এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

তিন বছরেই ধানের উৎপাদন ৩২ লাখ টন, তেলফসলের উৎপাদন ২৪ লাখ টন বাড়ানো সম্ভব : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বোরো মৌসুমের ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯সহ আমন ও আউশ চাষের প্রচলিত জাতগুলোর প্রতিস্থাপন করে উচ্চফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের চাষ বাড়িয়ে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে ধানের উৎপাদন প্রায় ৩২ লাখ টন বাড়ানো সম্ভব। এছাড়া, প্রচলিত শস্যবিন্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে পতিত জমিতে তেলফসলের চাষ করে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে তেলফসলের উৎপাদন ২৪ লাখ টন বাড়ানো সম্ভব, যা বর্তমান উৎপাদনের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি। ১৩ অক্টোবর ২০২২ বৃহস্পতিবার রাজধানীর খামারবাড়িতে কেআইবি অডিটোরিয়ামে ‘বিদ্যমান শস্য বিন্যাসে তৈল ফসলের অন্তর্ভুক্তি এবং ধান ফসলের অধিক ফলনশীল জাতসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি’ শীর্ষক জাতীয় এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলই হতে পারে ‘বাংলাদেশের ফলের বাগান’- কৃষিসচিব

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেশের মোট আয়তনের দশ ভাগের একভাগ হলেও দীর্ঘদিন যাবৎ এ এলাকা বিভিন্ন দিক থেকে অবহেলিত ছিল। কিন্তু বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে অদূর ভবিষ্যতে কৃষিতে অপার সম্ভাবনাময় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলই হতে পারে বাংলাদেশের ফলের বাগান। ০৭ অক্টোবর ২০২২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বান্দরবান জেলার আয়োজনে ডিএই হলরুমে অনুষ্ঠিত রাঙ্গামাটি অঞ্চল ও চট্টগ্রাম জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় সম্মানিত সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম এসব কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক মো: নাসিম হায়দারের সভাপতিত্বে সভায় এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইনঃ মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০, ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট www.ais.gov.bd